ঘড়িটাকে থামিয়ে রাখুন

শুভংকর গুহ

পরে প্রসাদ। আগে হরি। একেবারে শেষে গোবেচারা মান্না।,

সত্যিই! নিজেকে আর রক্ষা করতে পারল না, হরিপ্রসাদ মান্না। টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আম্পায়ারের মতন আঙুল তোলার স্বভাবটি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারল না নিরেট বোকা, গোঁয়ার, প্রতিবাদী মান্না। উদাসী খোলা বাতাসে দিগ বিলাসী হয়ে, মখমলি পোকার মতন শুয়ে-বসে দিব্য কাটিয়ে দিতে পারত অবসরপ্রাপ্ত জীবনটা। কেন যে সিন্ডিকেটের তাজা দামাল লক্কাপায়রাগুলিকে হা-উ-জ্যাট করতে গেল বেচারা? আসলে ও বুঝতে পারেনি, স্টোন চিপস্, বালি, ইট-সিমেন্ট ও তোলাবাজি— বাজারের থলের মতন অমায়িক ও শ্রেণি সচেতন নয়। সকাল দশটা তিরিশ মিনিট আট সেকেন্ড, হরিপ্রসাদের তলপেটে বসে গেল চার-চারটি কার্তুজ। জলপোনার মতন, ঘামে ভেজা ফতুয়াটি রক্তে ভিজে গেল। মাটিতে লুটিয়ে, নলি কাটা মুরগির মতন কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে অবশেষে নিথর। পাশেই কাঁচা নর্দমা। জমে থাকা নর্দমার শ্যাওলা নাড়িয়ে, শোলের বাচ্চা জল ঘোলাটে করে, নালার জলের স্রোতের সাথে ভেসে গেল।

কার বোঝার সাধ্যি আছে? কার্তুজের প্যাকেজিং যে আহামরি,—আসন্ন লোকসভার নির্বাচন, দেওয়াল লেখার জন্য সংঘর্ষ, পৌরপিতার অপহরণ, বিধায়ক কেনাবেচা, কবির শিবির বদল, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, অগ্নিসংযোগ, লুঠ, সন্ত্রাস—এইসব কিছুই কার্তুজের খোলের মধ্যে ঠাসানো, সোজা হরিপ্রসাদ মান্নার তলপেটে ঢুকে একেবারে সঠিক স্পট। বেচারা! মাসকাবারি আয়োজন, সাথে কাঁচাবাজার, সবকিছু থলেতে ভরে নিয়ে গুছিয়ে, ফিরছিল দিন-প্রতিদিনের মতন রবিবারের সকালে। ভুল হয়েছিল, শুধু দোক্তাপাতা তুলে আনার। আবার তাই দোকানে যাওয়ার ফলে, ফিরে আসাতে বিলম্বের অবসরে বাইকবাহিনী কোণ সাজিয়ে ফেলেছিল। কাজেই স্পটের জন্য মোটেই অসুবিধা হয়নি। কপালটাই বেচারার একদম মন্দ। নিজের ঘরের দেওয়ালের টিকিটিকিটা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে নিশানাবাজ হয়ে গেছে। ঘিরে ধরল হরিপ্রসাদকে, রিভালভার হাতে উঁচিয়ে তার সামনে,—

বঞ্চিত চোৎ টি-টোয়েন্টি আম্পায়ারিং মারাচ্ছে? শালা খাংকাপনা করছে? নীতি হুদাচ্ছে। একেবারে তলপেটে চারটে দানা ভরে দিলে, কার্তুজের চার ছক্কার শব্দে কহানি খতম।

হরিপ্রসাদ চিল্লিয়ে উঠল,— হেমব্রম? লাজবর? দক্ষিণ? বুরু? নাদন? তোরা?

হরিপ্রসাদের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—আমি নেপাল..., পাশে তোর গোপাল খাংকা...

স্পট নে আশুতোষ? কাতলের পেটি নিচ্ছে থলেতে?...

টানামানিতে বউটা যদি থানা পুলিশ?

দেখেছিস?

টান টান আছে। বলো তো আজ রাত্রেই মশারি তুলে ঠাকুরের ছবি করে দি?

ওয়াক থুঃ...থুঃ...থুঃ...

প্রতিধ্বনিত চারটি ফায়ারিংয়ের শব্দ।

হরিপ্রসাদ কাতরাতে কাতরাতে... মাস্টারমশাই... মাস্টারমশাই ওরা আমাকে মেরে ফেলল।

পৌরসভার মেরামতিহীন রাস্তাটি মরা সাপের মতন পড়ে আছে। জনচিহ্নহীন। এইটুকুন ফালির মতন টুকরো শহরে, মেইন রোড বলতে একটাই। বাদবাকি সব ফালি রাস্তা, বাইলেন। দুইপাশে টালির বাড়ি, দেশ বিভাগের পরে অবান্তর কলোনি। কলোনির রাস্তার দুইপাশে কাঁচা নর্দমা। নর্দমার পাশে হরিপ্রসাদ মান্নার কাঁচা বাজার মায় মাসকাবারির থলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পরনে খয়েরি চেক লুঙ্গি-ফতুয়া। চোখের চশমাটি একটু পাশে ছিটকে। ফতুয়ার বুক পকেট থেকে, মোবাইল উঁকি দিচ্ছে, সিগারেটের প্যাকেট বুকের ওপরে, জলে ভেজানো যেন ফতুয়াটি আমেরিকার হে মার্কেটের রক্তে মাখানো সেই পোশাকগুলির মতন। থলের মুখ থেকে মুখ বাড়িয়ে রেখেছে—ফালি কুমড়ো, কাটা লাউ, শাক, ডুমুর, পেঁপে, কাতলের পেটির প্লাস্টিক। ডানদিকে মাসকাবারি, নিরমা, লবণ, গণেশের ছাতুর পাউচ, চিনির ঠোঙা, টুথপেস্ট আরও থলের ভিতরে। এই সমস্ত বিবরণের ওপরে, মাছি ভ্যান-ভ্যান। সকালের ব্যস্ততার এই সময়টি সন্ত্রাসবাদীরূপে এলাকাটিকে শাসন করছে। অদূরেই একটি পুড়ে যাওয়া বে-আইনী আর্থিক সংস্থার কার্যালয়। সেই পোড়া-বাড়ির ধ্বংসস্তূপের পাশে একটি গরু জাবর কাটছে আর একটি কুকুর অভিশপ্ত কান্না করছে। যেন এক দুঃশাসনের জন্ম হয়েছে। লাউডস্পিকারে ভেসে আসছে রবীন্দ্রসংগীত। কিছুক্ষণ পরে এল পুলিশের জিপ গাড়ি। সাথে একজন মাতব্বর। পুলিশ অফিসার এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোটা পরিস্থিতিটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। একটি জানালা খোলা আছে। মুখ বাড়িয়ে জানালা দিয়ে একজন কেউ লক্ষ করছে খুঁটিনাটি। মাতব্বর সবুজ রঙের পাঞ্জাবির হাতায় ভাঁজ বসিয়ে বলল,—কি মনে হচ্ছে স্যার?

পুলিশ অফিসার বলল—সিম্পলি মার্ডার। চেনেন?

চিনব না?

নাম জানেন?

পুলিশ অফিসার ডায়েরিতে লিখতে থাকল, ক্যাম্প কলোনি। সাড়ে ছত্রিশ বছর পরের একদিন। নাম হরিপ্রসাদ মান্না। বয়স বাষট্টির কাছাকাছি। অপহরণ, হুমকি। মদ্যপ।

তোলাবাজি। মহিলার শ্লীলতাহানি। নানান অপকর্মের সাথে যুক্ত। খুনের কারণ প্রতিহিংসা। সবটাই লিখে নেওয়ার পরে, পুলিশ অফিসার জানতে চাইল—

কোথায় থাকত?

ওই তো গলিটার ভিতরে?

সন্দেহ?

না তেমন কেউ নেই। তবে...

তবে?

একজন মাস্টারমশাই আছেন। তার নাম লিখে নিন স্যার। মনে হচ্ছে তিনিই পালের গোদা। তাকে তুলে নিয়ে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন।

মাস্টারমশাই? কী নাম তার?

মুরলী মনোহর ভক্ত। ঐ তো ঐ বাড়িটায় থাকেন।

পুলিশ অফিসার খোলা জানলার দিকে তাকালো। সাদা চুলের একটি মাথা জানালার ফ্রেমে আটকে আছে।

মাস্টারমশাই চিল্লিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। জানালার লোহার গ্রিলে প্রায় মুখ লাগিয়ে। কিন্তু না, জানালার পাশেই একটু আড়ালে, মোটর সাইকেলের ওপরে বসে আছে একজন। স্থির তাকিয়ে আছে মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে। সাদা মরা মাছের মতন চোখ। যেন এক হিংস্র পুমা। মাস্টারমশাইয়ের হাড় হিম হয়ে এল। মাস্টারমশাই জানালার কাছ থেকে সরে এসে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ আটকে গেল। বড় বড় হরফে লেখা আছে, 'অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি'। বিছানায় বসে পড়লেন। কাঁপছিলেন। ভাবছিলেন কিছুক্ষণ আগে যখন বাজারে হরিপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—হরিপ্রসাদ বলেছিল—

আপনি এগিয়ে যান মাস্টার মশাই। আমি আসছি। মাসকাবারি তুলে আমি আসছি। দেরি হবে। আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন? আমি তো বিকালেই যাব।

হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি এসো হরিপ্রসাদ। ভাবছি আজ বিকেলে ফিঙের ঐদিকে ইদগাঁর ঐদিকে একটু যাব। অনেকদিন ঐদিকে যাওয়া হয়নি। বেশ ফাঁকা, ভালো লাগে। ঐখানে একটু বসে তারপরে না হয় চায়ের দোকানে একটু গলা ভিজিয়ে?

অতি লোভনীয় প্রস্তাব মাস্টারমশাই। যেমন বলবেন।

হরিপ্রসাদ তাড়াতাড়িই মুদিখানার দিকে বাঁক নিয়ে বলল, মাস্টারমশাই ঠিক বিকেল পাঁচটার সময় চলে যাব।

মাস্টারমশাই বাড়িতে ফিরে সবেমাত্র বসেছেন, হিসাব নিচ্ছিলেন, মনে করতে চেষ্টা করছিলেন সব আনা হল তো না বাকি কিছু রয়ে গেল? বাজারের থলে নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পরে জানতে পারলেন আজ রবিবার। আর তখনই প্রতিধ্বনিত চারবার... জানালার কাছে ছুটলেন, হরিপ্রসাদ... হরিপ্রসাদ...

পুলিশের জিপ থাকতে থাকতেই একটি ভ্যান রিকশা এল। হরিপ্রসাদের লাশটি পলিথিনে

জড়িয়ে ভ্যান রিকশায় তুলে নিয়ে চলে গেল। রক্তের দাগ শুধু পড়ে রইল রাস্তার ওপরে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সব স্বাভাবিক। সামান্য ঘটনা। মাস্টারমশাই দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঘড়ির কাঁটা চলছে না।

দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা চলছে না। কী করে বুঝবেন বিকেল পাঁচটা বাজে? হরিপ্রসাদ কিন্তু বিকেল পাঁচটার সময়ই এল। মাস্টারমশাই দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন, ঘড়ির কাঁটা স্থির, দশটা বেজে তিরিশ মিনিট আট সেকেন্ড। সকালের সেই সময় থেকেই। সম্ভবত ঘড়ির কাঁটাও সন্ত্রস্ত হয়ে গেছিল। তাই আর চলতে পারেনি। হরিপ্রসাদ যখনই মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে আসে ঘড়িটার দিকে বারে বারে তাকায়। ঘড়িটা তার খুব ভালো লাগে। চতুর্ভুজ আকারের মধ্যে বৃত্ত, বৃত্তের মাঝে ত্রিভুজ, তিন রকমের রঙ পরপর রেখে দেওয়ার মাঝে সোনালি ধাতুর সংখ্যা, কাঁটাগুলি রক্তের মতন টকটকে লাল। হরিপ্রসাদ বুঝতে পারল ঘড়িটা আর চলছে না। কাঁটাগুলি থেমে আছে। মনে-মনে তৃপ্তির হাসি হাসল। মাস্টার মশাই এতক্ষণ কোনো বই পড়ছিলেন। বইয়ের পাতা থেকে মুখ সরিয়ে নিস্পলক তাকিয়ে থাকলেন হরিপ্রসাদের দিকে। হরিপ্রসাদ বলল—

যাবেন না? পাঁচটার মধ্যেই কথা দিয়েছিলাম, তাই এলাম। কথার দাম আমার মৃত্যুর অধিক বড়।

তাই তো দেখছি।

চলুন। এরপরে রোদটা পড়ে গেলে মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

কোথায়?

কেন সকালে নিজেই বাজারে বললেন, ইদ গাঁয়ের দিকে? ফিঙের দিকে?

বলেছিলাম?

এই যাঃ। ভুলে গেছেন যে।

সকাল থেকেই বমি-বমি পাচ্ছে। গলার নলির কাছে মরা ইঁদুর আটকে আছে যেন। এখনও উগরোতে পারিনি।

ভাগ্যিস মরা মানুষ আটকে যায়নি।

মাস্টার মশাই আবার জানালার দিকে তাকালেন। বিকেল পাঁচটার রোদ ভিন দেশি পাখির মতন গ্রিলের ওপরে বসে আছে। বিকেলের রোদ ভারী হলেও, ক্ষমতাহীন। কাজেই প্রখরতা কমে আসে। বিকেলের রবিবার, ঢেঁকুর-ঢেঁকুর, অ্যাসিড যায় সারাদিনের ব্যস্ততার অবশেষে, সামান্য মাদুরে গড়াগড়ি। চারদিকে কামরাঙার গন্ধ ছড়িয়েছে যেন। কামরাঙার গন্ধের মধ্যে এক জন্মচেতনা কাজ করে। মাস্টারমশাইয়ের এই গন্ধটির ভীষণ প্রয়োজন। কাত হয়ে এলিয়ে ছিলেন তিনি। এবার সোজা হয়ে বসলেন। কী যেন বললেন। বিকেলের পাঁচটার সময় তিনি রোজ যা বলে থাকেন। পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে। পাশের ঘরটি থেকে প্রতিদিন যেমন উত্তর আসে—আনচি।

মাস্টারমশাইয়ের একমাত্র কন্যা, যাকে আদর করে হরিপ্রসাদ ছবি বলে ডাকে, সেই চিত্রলেখা কিছুক্ষণ পরে এসে দুই কাপ কড়া লাল চা দিয়ে গেল। চিনি ছাড়া। সাথে নোনতা। মাদুরের ওপরে চায়ের কাপ দুইটি রেখে, সামান্য হাসি গড়িয়ে,

একবাটি মুড়ির সঙ্গে, একমুঠ কেশব দিই?

ফিরে আসি ইদগাঁ থেকে, তারপরে না হয়?

ঠিক আছে। হ্যাঁ তারপরেই। আমি ডালবড়া আনিয়ে রাখব।

আজ ইদগাঁয়ের ওইদিকে সোনালি রোদ বসে আছে। গোরস্তানের পিঠে বসে আছে বুলবুল...ময়না...টিয়ে...ঝিঙের মাচার নীচে পোড়া কার্তুজ।

মাস্টারমশাই চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে, বিষন্নতার চাদর মেলে দিয়ে বললেন—থাক। আজকে আর ইদগাঁয়ের ঐদিকে যাব না। তোমাকে নিয়ে বাইরে যাব, তোমাকে আবার ওরা হত্যা করবে? এইবার তোমাকে যতবার ওরা পাবে, ততবারই।

আর ততবারই ওরা বলবে—

বলতে হবে না হরিপ্রসাদ, বলতে হবে না, আমি শুনেছি ওরা কি বলেছে?

সময় যদি থেমে না থাকে, ওরা ততবারই একটি মানুষকে বারে বারে হত্যা করে রাস্তার ওপরে ফেলে রেখে যাবে। কিন্তু মাস্টারমশাই আমি বলছি, ওরা জানে না, সময় একদিন থেমে, দাঁড়িয়ে ওদের কাছে সপাটে হিসাব চাইবে?

হরিপ্রসাদ এই অম্লজনিত বিকেলে, তুমি বড় বেশি হেঁয়ালি বলছ?

কেন বলব না মাস্টার মশাই? হরিপ্রসাদ মান্না এখন আপনাদের ছেঁদো বাস্তবতা অতিক্রম করে থানার লাশকাটা ঘরে বসে আছে। লাশকাটা ঘরে পচা রক্তের জলের মধ্যে আমি এখন কাতল মাছের পেটি ছাড়া কিছুই নই। আমি কখনও মাছি হয়ে থানার বড়বাবুর নাকের ডগায় বসছি, কখনও ডায়েরির পাতার মশা হয়ে। আমার পায়ের বুড়ো আঙুলটি নরখাদক ইঁদুরে এসে ঠুকরোচ্ছে। হ্যাঁ ইচ্ছে করলেই আমি এখন তুখোড় স্বৈরাচারী হয়ে যেতে পারি বা নিপাট গণতন্ত্রী। আমি এখন এক মহাশক্তিমান। কারণ, আমি মৃত। কাজেই আমি যা বলছি দয়া করে একটু শুনুন... চলুন আমরা ইদগাঁয়ের দিকে আজ অন্তত একবার যাই। দয়া করে শুনুন... একবার কামরাঙার স্বাদ নিয়ে আসি। গন্ধ নিয়ে আসি।

মাস্টারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চিত্রলেখা, পাশের ঘরে, বইয়ের তাকে একটা ব্যাটারি আছে। নিয়ে আয় তো। ঘড়িটা সকাল থেকে থেমে আছে।

মাস্টারমশাই একটি টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে, ঘড়িটাকে দেওয়াল থেকে নামিয়ে আনতে যাবেন, ঘড়ির নীচে মাকড়সার লাফালাফির সাথে কানে এল হরিপ্রসাদের চেল্লানি। মাস্টার মশাই চমকে উঠে, প্রায় টুল থেকে পড়েই যাচ্ছিলেন।

মাস্টারমশাই ঘড়ির কাঁটা থামিয়ে রাখুন। সময়টিকে থামিয়ে রাখুন। সময়টি যেভাবে এসে থেমেছে সেইভাবেই সেইখানেই সময়টিকে থাকতে দিন। তা-না হলে ওরা সব প্রমাণ লোপাট করে দেবে। আমাকে হত্যা করার ঘটনাটি মুছে ফেলবে। দয়া করে ঘড়িটাকে বন্ধ রাখুন।

মাস্টারমশাই টুল থেকে নামলেন। নেমেই হরিপ্রসাদকে কী যেন বলতে যাবেন। কিন্তু কোথায় হরিপ্রসাদ? ওই তো ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘড়িটার দিকে তিনি তাকালেন, দশটা বেজে তিরিশ মিনিট আট সেকেন্ড। হ্যাঁ, সময়টি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুক। সময়টি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা খুব জরুরি—মনে মনে কথাটি বলে কলপাড়ে গিয়ে বালতির জমা জল চোখমুখে ছিটোলেন।

সেইদিন গভীর রাতে থানা থেকে পুলিশের জিপ এসে মাস্টার মশাইয়ের বাড়ির দরজার সামনে থামল। তারপরে দরজায় টোকা মারল। মাস্টার মশাই দরজা খুলে দাঁড়াতেই প্রশ্ন—আপনিই মুরলী মনোহর ভক্ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চলুন আপনাকে থানায় যেতে হবে।

কারণটা জানতে পারি কি?

থানায় গিয়ে সব জানতে পারবেন।

মাস্টারমশাই জিপে উঠতে উঠতে বললেন—ভালোই হল, আমাকে গ্রেপ্তার করে, আপনারা অনেক সত্যির মধ্যে আরও একটি সত্যিকে খতম করে দিলেন।